Aslaf Academy

লেকচার ৬ : বয়ঃসন্ধিকালীন কৈশোরে নবীজি (সঃ)।

কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

লেকচার ৬ : বয়ঃসন্ধিকালীন কৈশোরে নবীজি (সঃ)।

চাচার সাথে সিরিয়া সফর ও বাহীরা পাদ্রীর সাথে সাক্ষাৎ -

নবীজীর বয়স তখন বারো বছর। তাঁর চাচা আবু তালিব বাণিজ্যে যাবেন। নবীজীও সাথে যাওয়ার আবদার করলেন। নবীজীর আবদার না রেখে পারলেন না আবু তালিব। নবীজীর এ আবদার শখের বশে ছিলো না। তিনি সবসময় চাইতেন কোনো-না-কোনোভাবে চাচার কষ্ট লাঘব হোক। তাই তিনি স্বেচ্ছায় চাচাকে জোরপূর্বক রাজি করান। ব্যবসা-উপলক্ষে আবু তালিব গমন করেন শামে (সিরিয়ায়)। সফরের এক পর্যায়ে তিনি বসরায় গিয়ে উপস্থিত হন। বসরা ছিল শামের একটি এলাকা এবং হুরান'র কেন্দ্রীয় শহর। সে সময় তা আরব-উপদ্বীপের রোম-আয়ত্তাধীন রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। এ শহরে জারজিস নামক একজন খৃস্টান ধর্মযাজক বসবাস করতেন; তাঁর উপাধি ছিল বাহিরা এবং এ উপাধিতেই তিনি সকলের নিকট পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। মক্কার ব্যবসায়ী দল যখন বসরায় শিবির স্থাপন করে, তখন পাদ্রী গির্জা থেকে বেরিয়ে তাঁদের নিকট আগমন করেন এবং আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করেন; অথচ এর আগে কখনো তিনি এভাবে গির্জা থেকে বেরিয়ে কোনো বাণিজ্য-কাফেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি।

তিনি কিশোর মুহাম্মদের অবয়ব, আচরণ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে বুঝতে পারেন যে, ইনিই হচ্ছেন বিশ্বমানবের মুক্তির দিশারি আখেরি নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তারপর নবিজির হাত ধরে তিনি বলেন, 'ইনি হচ্ছেন বিশ্ব জাহানের সরদার। আল্লাহ তাঁকে বিশ্ব-জাহানের রহমতরূপী রাসূল হিসেবে মনোনীত করবেন।' আবু তালিব এবং কুরাইশের লোকজন বললেন, 'আপনি কিভাবে অবগত হলেন যে, তিনিই হবেন আখেরি নবি?' বাহিরা বললেন, 'গিরিপথের ওই প্রান্ত থেকে তোমাদের আগমন যখন ধীরে ধীরে দৃষ্টিগোচর হয়ে আসছিলো, আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, সেখানে এমন কোনো বৃক্ষ কিংবা প্রস্তরখণ্ড ছিলো না, যা তাঁকে সেজদা করেনি। এ সকল জিনিস নবি-রাসুল ছাড়া সৃষ্টিরাজির অন্য কাউকে কখনো সেজদা করে না। অধিকন্তু 'মোহরে নবুওত' দেখেও আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি। তাঁর

কাঁধের নিচে ‘সেব’ বা আপেলের আকৃতিবিশিষ্ট একটি দাগ রয়েছে, সেটাই হচ্ছে ‘মোহরে নবুওত’। আমাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলসূত্রে আমরা এ সব অবগত হতে পেরেছি।’

এরপর বাহিরা আবু তালিবকে বললেন, ‘তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আর বিদেশ-ভ্রমণ করবেন না। শীঘ্রই তাঁকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কারণ, তাঁর পরিচয় অবগত হলে ইহুদি ও রোমীয়রা তাঁকে হত্যা করে ফেলতে পারে।’ এ কথা জানার পর আবু তালিব তাঁকে কয়েকজন গোলামের সাথে মক্কা ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। নবুওতের এক রহস্যময় জীবনের পথে এভাবেই হাঁটতে থাকেন কিশোর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলা্হি ওয়াসাল্লাম)।[1]

হারবে ফুজ্জারে অংশগ্রহণ –

আরব ছিলো যুদ্ধের দেশ। কথায় কথায় সেখানে যুদ্ধ লেগে যেতো। এই যুদ্ধঘেরা রক্তাক্ত প্রেক্ষাপটেই নবীজীর জন্ম হয়েছিলো। কিশোর মুহাম্মদের জীবনে যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা ছিলো না। ব্যক্তিগত জীবনের যুদ্ধ সামলেই তিনি পদার্পণ করেছিলেন যৌবনে। সেখানে তখনও পর্যন্ত নতুন কোনো দুঃখের খরতাপ ছিলো না ঠিক, কিন্তু অস্ত্রের ঝঙ্কার শোনা যেতে লাগলো সহসা…

নবীজীর বয়স যখন বিশ বছর, তখন ওকায বাজারে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের এক পক্ষে ছিলো কুরাইশ ও তাদের মিত্র বনু কিনানা। বিপক্ষে ছিলো কায়েস ও আয়লান। এ যুদ্ধ ‘ফিজার বা ফুজ্জার’ হিসেবে খ্যাত। বনু কিনানার 'বাররায' নামে এক ব্যক্তি কায়েস আয়লানের তিন লোককে হত্যা করে। এ খবর ওকাযে পৌছুলে উভয় দলের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে যুদ্ধ বেধে যায়। কুরাইশ-কিনানা মিত্রপক্ষের সেনাপতি ছিলেন হারব বিন উমাইয়া। কারণ, প্রতিভা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে তিনি কুরাইশ ও কিনানা গোত্রের মধ্যে নিজেকে মান-মর্যাদার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম দিকে কিনানাদের থেকে কায়েসদের পাল্লা ছিল ভারী, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কিনানাদের পাল্লা ভারী হয়ে ওঠে।

---

[1] যাদুল মাআদ, পৃষ্ঠা: ৭৫

অতঃপর কুরাইশের কিছু ব্যক্তি উভয় পক্ষের নিহতদের বিষয়ে সমঝোতার লক্ষ্যে সন্ধির প্রস্তাব দেন এবং বলেন, কোনো পক্ষে বেশি নিহত থাকলে অতিরিক্ত নিহতের দিয়াত (রক্তপণ) গৃহীত হবে। এতে উভয়পক্ষ সম্মত হয়ে সন্ধি করে এবং যুদ্ধ পরিত্যাগ করে পরস্পরে শত্রুতা-বিদ্বেষ ভুলে যায়। [2]

* ফিজার বা ফুজ্জার শব্দের অর্থ হলো- 'অন্যায়কারী'। এ যুদ্ধকে ফিজার বা ফুজ্জার যুদ্ধ এজন্যই বলা হয় যে, এতে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ এবং পবিত্র মাসের পবিত্রতা উভয়ই বিনষ্ট করা হয়। নবীজী কিশোরোত্তীর্ণ অবস্থায় এ যুদ্ধে গমন করেছিলেন। এ যুদ্ধে তিনি তীরের আঘাত থেকে তাঁর চাচাদের রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। নবি-জীবনে প্রবেশের আগে এ-ই ছিলো তাঁর প্রথম ও শেষ যুদ্ধ।

হিলফুল ফুজুলে অংশগ্রহণ -

ফিজার যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতা চিন্তাশীল ও ন্যায়পরায়ণ আরবদেরকে দারুণভাবে বিচলিত করে তোলে। এ যুদ্ধে কত যে প্রাণহানি ঘটে, কত শিশু এতিম হয়, কত নারী বিধবা হয় এবং কত সম্পদ বিনষ্ট হয়, তার হিসাব করা যায়নি। ভবিষ্যতে আরবরা যেন এ রকম অর্থহীন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ভয়াবহ ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হতে না হয়, সেজন্য আরবের বিশিষ্ট গোত্রপতিগণ আব্দুল্লাহ বিন জুদআন তাইমির গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর নামে একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদনা করেন। আব্দুল্লাহ বিন জুদআন ছিলেন তৎকালীন মক্কার একজন অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি। অধিকন্তু, সততা, দানশীলতা এবং অতিথিপরায়ণতার জন্য সমগ্র আরবভূমিতে তাঁর বিশেষ প্রসিদ্ধি থাকার কারণে আবরদের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাবও ছিলো। এ প্রেক্ষিতেই তাঁর বাড়িতে অঙ্গীকারনামা সম্পাদনের এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

যে সকল গোত্র আলোচনার বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন, তার মধ্যে প্রধান গোত্রগুলো হচ্ছে : বনু হাশিম, বনু মুত্তালিব, বনু আসাদ বিন আব্দুল উযযা, বনু যোহরা বিন কিলাব এবং বনু তামিম বিন মুররাহ। বৈঠকে একত্রিত হয়ে সকলে যাবতীয় অন্যায়, অনাচার এবং অর্থহীন যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতিকার সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। তখনকার সময়ে নিয়ম ছিল গোত্রীয় কিংবা বংশীয় কোনো ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোনো ব্যক্তি শত অন্যায়-অনাচার করলেও সংশ্লি-ষ্ট সকলকে তাঁর সমর্থন করতেই হবে, তা সে যত বড়

[2] আস সিরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃষ্ঠা: ১০৯

বা বীভৎস অন্যায় হোক না কেন। এ পরামর্শ সভায় এটা স্থিরীকৃত হয় যে, এ জাতীয় নীতি হচ্ছে ভয়ংকর অন্যায়, অমানবিক ও অবমাননাকর। কাজেই, এ ধরণের জঘন্য নীতি আর কিছুতেই চলতে দেয়া যেতে পারে না। তাই তারা প্রতিজ্ঞা করলেন :

- দেশের অশান্তি দূর করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।
- বিদেশি লোকজনের ধন-প্রাণ ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।
- দরিদ্র, দুর্বল ও অসহায় লোকদের সহায়তা-দানে আমরা কখনোই কুণ্ঠাবোধ করবো না।
- অত্যাচারী ও অনাচারীর অন্যায়-অত্যাচার থেকে দুর্বল দেশবাসীদের রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করবো।

এটা ছিল অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সমষ্টিগত অঙ্গীকারনামা। এজন্য এ অঙ্গীকারভিত্তিক সেবা-সংঘের নাম দেওয়া হয়েছিল 'হিলফুল ফুজুল' বা 'হলফ-উল ফুজুল'।

নোটঃ অনেকে বলে থাকেন, হিলফুল ফুজুল নবীজীর তৈরি সেবা-সংঘ; এ ধারণাটি ভুল। তিনি এ সংঘ তৈরি করেননি, তিনি এ কল্যাণ-সংঘের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং পরবর্তীতেও এরকম কল্যাণের প্রতি অনুপ্রেরণা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আজও যদি কোনো উৎপীড়িত ব্যক্তি বলে - 'হে ফুজুল অঙ্গীকারনামার ব্যক্তিবৃন্দ' আমি নিশ্চয়ই তার সে আহ্বানে সাড়া দেবো।'

শিক্ষণীয় বিষয় -

একজন দাঈ যখন কৈশোর সফর, মানুষের সাথে ওঠাবসা, অন্যায়ের প্রতিরোধ ইত্যাদি জনকল্যানমূলক কাজে অংশ নেন, তখন পরবর্তীতে তিনি দাওয়াহর কাজে অবতীর্ণ হলে মানুষ তার কথায় অনেক বেশী প্রভাবিত হয়। আমাদের নবিজী যেহেতু হেদায়াতের আলো নিয়ে অবতীর্ণ হবেন, তাই আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে শৈশবেই এসব করিয়ে নিয়েছেন। এখান থেকে আমাদের করণীয় কি এই অংশটুকু নির্ধারন করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এখনকার যুব সমাজ তো বিভিন্ন খারাপ কাজে নিজেদের জড়িয়ে ফেলছে। অনেকে ড্রাগস, প্রেমঘটিত নানা অনাচারে সময় নষ্ট করছে। কারণ, তাদের সামনে নবিজির জীবন নেই।

ভালো কোন আইডিওলজি নেই। আল্লাহ আমাদেরকে নবিজির জীবনের আলো দান করুন, আমিন।